

বিএল কলেজে শিবিরের সাথে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সংঘর্ষে ২৫ জন আহত

৪ খুলনা অফিস ৯

গতকাল মঙ্গলবার নগরীর দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজে ছাত্র শিবিরের সাথে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬ জনকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসলার জের ধরে বেলা ১১টার দিকে বিএল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের উপর হামলা চালায়। আধা ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে জোহা হল ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুজ্জামান সোহাগ, রবি শংকর নাথ, সাদিকুর রহমান, অমল কৃষ্ণ দেব, ইউসুফ শাকিল, মিঠুন দাস, (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিএল কলেজে

(২০শ পৃঃ পর)

মুকুল, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মনোজ দাস, আব্দুল্লাহ হেল বাকী, সিরাজুল ইসলাম ও আব্দুল ওয়াকবসহ কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়। এক পর্যায়ে শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। পরে শিবির কর্মীরা সুবোধ চন্দ্র ছাত্রাবাস, জোহা হল ও তিতুমীর হলের ১৩টি কক্ষ ভাঙুর করে। আহত ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুজ্জামান সোহাগ, সাদিকুর রহমান, অমল কৃষ্ণ দেব এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আব্দুল্লাহ হেল বাকী, মনোজ দাস ও সিরাজুল ইসলামকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল দুপুরে স্থানীয় প্রেসক্লাবে বিএল কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুজ্জামান মুকুল এক তাত্ক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন শিবির কর্মীর পুলিশের উপস্থিতিতে বিনা উত্থানিতে লোহার রড ও হাতুড়ি নিয়ে তাদের নেতা কর্মীদের উপর হামলা চালায়। এতে তাদের ১৫/২০ জন কর্মী আহত হয়। এছাড়া তারা সুবোধ চন্দ্র ছাত্রাবাস, জোহা হল ও তিতুমীর হলের ১৩টি কক্ষ ভাঙুর করে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হারুনুর রশিদ, মহানগর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মিজানুর রহমান মিজান, সদর থানা সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর বব্বী, শেখ আলী আকবার, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ আবু হানিফ, মাসুদুর রহমান বিশ্বাস, খায়রুল আলম প্রমুখ।

অপরদিকে গতকাল বিকালে শিবির খুলনা প্রেসক্লাবে অপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাক্ষী অভিযোগ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসলার প্রতিবাদে শিবির মিছিল বের করলে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলা চালায়। এতে তাদের ৫ জন কর্মী আহত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহানগর শিবির সভাপতি তারিকুল ইসলাম পিকু, সাধারণ সম্পাদক ইকরামুল আমীন মামুন প্রমুখ।